চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:০৯.১২.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

উন্নয়ন কার্যক্রমে শৃঙ্খলা আনতে প্রয়োজন নগর সরকার : মেয়র ডা. শাহাদাত।

সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন বন্দরনগরী চট্টগ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম, আইন-শৃঙ্খলা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশসহ সার্বিক নগর সেবা সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের জন্য নগর সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর ২০২৫) টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে আমেরিকান দূতাবাসের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি মন্তব্য করেন। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন দূতাবাসের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাউন্সেলর ইরিক গিলান (Eric Geelan), রাজনৈতিক বিশ্লেষক ফিরোজ আহমেদ (Firoze Ahmed)।মেয়র ডা. শাহাদাত বলেন, চট্টগ্রামের উন্নয়ন সেবা নিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। ফলে নগরের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। একটি সংস্থা সড়ক করে, কিছুদিন পর আরেকটি সংস্থা এসে সেটি কেটে ফেলে। আবার একই প্রকৃতির প্রকল্প বিভিন্ন সংস্থা আলাদাভাবে বাস্তবায়ন করছে। এখানে যে বড় সমস্যা, তা হলো সমন্বয়হীনতা। এই সমন্বয়হীনতা কাটাতে হলে নগর সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া বিকল্প নেই। তিনি জানান, নগর সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি প্রধান উপদেষ্টা এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অবহিত করেছেন। মেয়র বলেন, “নগর সরকার প্রতিষ্ঠা হলে মেয়রকে কিছু আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা দিলে এতে মেয়র এককভাবে সব সংস্থাকে সমন্বয় করে নগরের উন্নয়নকে সঠিক পথে এগিয়ে নিতে পারবেন।”মতবিনিময়কালে প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে মেয়র ডা. শাহাদাত বলেন, “আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে পুলিশ, সেনাবাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সব নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছি।” তিনি জানান, চট্টগ্রামকে একটি নিরাপদ শহরে গড়ে তুলতে পুরো নগরজুড়ে সিসিটিভি নজরদারির আওতায় আনার একটি বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম ধাপে প্রধান সড়কগুলো এবং পরে লেন-বাইলেনগুলো পর্যায়ক্রমে সিসিটিভির আওতায় আনা হবে।

মেয়র আরও বলেন, “চট্টগ্রামকে ক্লিন, গ্রিন, হেলদি এবং সেফ সিটিতে পরিণত করতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের জন্য হেলথ কার্ড চালু, নারীদের সুবিধার্থে গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ব্রেস্টফিডিং সেন্টার স্থাপন, নিম্নআয়ের মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যে পণ্য কেনার স্মার্ট কার্ড বিতরণ এবং শিশুদের খেলাধুলার সুযোগ বাড়াতে নগরজুড়ে খেলার মাঠ নির্মাণের কাজ চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। দেশের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “জনগণের ভোটে রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পুরোপুরি স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরবে না। একটি নির্বাচিত সরকারই স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সরোয়ার কামাল, রাজস্ব কর্মকর্তা মো. সাব্বির রহমান সানি।

ডেঙ্গু–চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে একযোগে কাজ করবে চসিক ও এমএসএফ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, “ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধ এখন নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এ বিষয়ে কার্যকর ও বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ গ্রহণে চসিক এবং সীমান্তবিহীন চিকিৎসক দল (এমএসএফ) ভবিষ্যতে যৌথভাবে কাজ করবে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা আমাদের এ লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে।”

মঙ্গলবার দুপুরে চসিক কার্যালয়ে মেয়রের সঙ্গে এক বৈঠকে এমএসএফ–এর উর্ধ্বতন প্রতিনিধিদল চট্টগ্রামে সম্ভাব্য ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম, প্রস্তুতিমূলক উদ্যোগ এবং যৌথ সহযোগিতার রূপরেখা উপস্থাপন করেন। সভায় এমএসএফ তাদের বৈশ্বিক জরুরি স্বাস্থ্য প্রতিক্রিয়া অভিজ্ঞতা, বিশেষত এডিসবাহিত রোগ মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ, টেকনিক্যাল সাপোর্ট, প্রশিক্ষণ, নজরদারি এবং জরুরি প্রতিক্রিয়া সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয় তুলে ধরে। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “গত কয়েক বছর ধরে ডেঙ্গু চট্টগ্রামের জন্য বড় স্বাস্থ্যঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নগরবাসীর জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমরা সারা বছরব্যাপী মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করছি। আন্তর্জাতিক সংস্থা এমএসএফ-এর বিশেষজ্ঞ সহযোগিতা আমাদের কর্মপরিকল্পনাকে আরও বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও কার্যকর করবে।” তিনি আরও জানান, চসিক মাঠপর্যায়ে মশার ঘনত্ব জরিপ, হটস্পট চিহ্নিতকরণ, লার্ভা নিয়ন্ত্রণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থায় নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি বিবেচনা করছে। সভায় এমএসএফ প্রতিনিধি দল চট্টগ্রামে ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ডেটা অ্যানালাইসিস, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রস্তুতি, ভেক্টর কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি, স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ এবং জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থার সম্ভাব্য পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে সমন্বয়ে একটি টেকসই ও গবেষণাভিত্তিক ডেঙ্গু প্রতিরোধ কাঠামো গড়ে তোলার আগ্রহ

ব্যক্ত করেন। মেয়র বলেন, “চট্টগ্রামে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কেবল চসিকের একার দায়িত্ব নয়; এটি সম্মিলিত সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা। এমএসএফ-এর মতো আন্তর্জাতিক মানবিক স্বাস্থ্যসংস্থা পাশে দাঁড়ানো আমাদের বড় সাফল্য এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা।”সভায় উপস্থিত ছিলেন এমএসএফ এর রিজিওনাল অপারেশনাল ডিরেক্টর পল ব্রকম্যান, রিজিওনাল হেলথ ডিরেক্টর ড. মার্ক শারলক, কান্ট্রি ডিরেক্টর, মাইকে হারসভোর্ট, চিফ অব হেলথ ড. কারমেনজা গালভেজ, ডেপুটি চিফ অব হেলথ, ড. রেজওয়ান মাসুম,, হেড অব ডেঙ্গু রেসপন্স দিনালি ডি জয়সা। সভায় চসিকের পক্ষ থেকে ডেঙ্গু পরিস্থিতি, চলমান কর্মসূচি এবং নতুন অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উভয় পক্ষ ভবিষ্যতে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, টেকনিক্যাল সহযোগিতা, যৌথ কর্মসূচি এবং নাগরিকদের জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে সম্মত হন। চসিক ও এমএসএফ-এর এই যৌথ উদ্যোগ চট্টগ্রামে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধের নতুন মাইলফলক সৃষ্টি করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন মেয়র।

শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে —মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন পরিচালিত পূর্ব বাকলিয়া সিটি করপোরেশন বালিকা উচ্চবিদ্যালয় এন্ড কলেজ আবারও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাবিলা সুলতান বাণী জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতা নতুন কুঁড়ি ২০২৫-এর আবৃত্তি শাখায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এছাড়া শিক্ষার্থী কায়েরা জিকরা মুনতাহা আন্তর্জাতিক কারাতে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে চট্টগ্রামের সুনাম আরও উজ্জ্বল করেছে। উল্লেখ্য, শিশু-কিশোরদের সৃজনশীলতা ও প্রতিভা বিকাশে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান নতুন কুঁড়ি সর্বপ্রথম প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর উদ্যোগে শুরু হয়। এই অর্জনের পর আজ দুই শিক্ষার্থী চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে মেয়র শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন—“সিটি করপোরেশন স্কুলের শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছে, তা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের। শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন সব ধরনের সহযোগিতা করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। মেয়র আরও জানান, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে দুই প্রতিভাবান শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। সৌজন্য সাক্ষাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবক এবং সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে অত্যাধুনিক হাসপাতাল এবং পার্ক গড়তে চান মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় চট্টগ্রামে একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল এবং পার্ক করার বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সাথে সেনাবাহিনীর একটি প্রতিনিধি দলের মতবিনিময় হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর ২০২৫) টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় সেনাবাহিনীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শিকদার, ৭ এডি ব্রিগেড কমান্ডার এবং কর্নেল খলিল, কর্নেল এডমিন, চট্টগ্রাম এরিয়া ।সভায় সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি দলটি চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে একটি আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি বরাদ্দের বিষয়টি আলোচনায় উত্থাপন করেন। তারা জানান, বর্তমানে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ মানুষ চিকিতসার জন্য বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে, যা একদিকে রোগীদের জন্য কষ্টকর এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রও বিপুল পরিমাণ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছে। হাসপাতালটি নির্মাণ হলে চট্টগ্রামবাসী স্বল্প ব্যয়ে চট্টগ্রামে বসেই আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসাসেবা পাবে। হাসপাতালটি চসিকের কর্মরতদের নামমাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে সেবা দিবে। এ সময় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন জানান, কালুরঘাট বিএফআইডিসি সড়কের পাশে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রায় আট একর জায়গায় হাসপাতালটি নির্মাণ করা সম্ভব।
মেয়র বলেন, চট্টগ্রামের জনগণের উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণে এগিয়ে আসতে চাইছে—এটা নগরবাসীর জন্য অত্যন্ত শুভ উদ্যোগ। একজন চিকিৎসক ও চট্টগ্রামের মেয়র হিসেবে আমি এ বিষয়ে সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।”এছাড়া মেয়র জানান, বিএফআইডিসি রোডের অতিরিক্ত অবশিষ্ট ভূমিতে একটি আন্তর্জাতিক মানের টাওয়ার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে বিদেশি বিনিয়োগকারী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য ও উদ্ভাবন প্রদর্শন করতে পারবে। এতে চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা আরও বিস্তৃত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। সভায় হাসপাতাল নির্মাণের সম্ভাব্য কাঠামো, সুবিধা ও পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা মেয়রের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মেয়র এতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দেন।মেয়র আরও উল্লেখ করেন, একসময় নগরীর সুস্থ বিনোদনের অন্যতম কেন্দ্র ছিল সার্কিট হাউসের সামনে অবস্থিত শিশু পার্কটি, যা বর্তমানে অযত্ন-অবহেলায় পড়ে আছে। এই পার্কটি পুনর্নির্মাণ করে আধুনিক শিশু পার্ক-এমিউজমেন্ট পার্ক এবং হাইটেক পার্ক হিসেবে গড়ে তোলা হলে শিশু ও পূর্ণবয়স্ক উভয়ের জন্য সুস্থ বিনোদন ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই পার্কটি হবে সম্পূর্ণ সুস্থ বিনোদনের জন্য এখানে কোন বাণিজ্যিক স্থাপনা হবেনা। সেনাবাহিনী যদি এ প্রকল্পে ভূমি প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করে, তবে চসিক প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে। জলাবদ্ধতা নিরসনে সেনাবাহিনীর ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চট্টগ্রামের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে সেনাবাহিনীর সহযোগিতা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যৌথভাবে কাজ করলে নগরীর স্বাস্থ্য, বিনোদন ও বাণিজ্য খাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সরোয়ার কামাল।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮